যুগান্তর

তারিখ 12 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

সরকারের রিভিউ আবেদন খারিজ

নিয়োগের পথ খুলল রেজিস্টার্ড প্রাথমিকের প্যানেলভুক্তদের

যুগান্তর রিপোর্ট

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক (বর্তমানে জাতীয়করণকৃত) বিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্য প্যানেলভুক্ত নওগাঁ জেলার ১০ জনকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের আদেশ পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদনও খারিজ হয়ে গেছে। আপিল বিভাগে হেরে যাওয়ার পর সরকার রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানালে তা বৃহস্পতিবার খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহার নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের আপিল বিভাগ।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ১০ জনের মামলায় সরকারের আপিল ও রিভিউ আবেদনের নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই হাইকোর্ট থেকে প্রায় ৫শ' রিটের ওপর রায় হয়েছে। এসব রায়ে প্রায় ১৫ হাজার প্যানেলভুক্তকে নিয়োগের আদেশ দেয়া হয়েছে। এই রায়ের মধ্য দিয়ে তাদের নিয়োগের পথও খুলল বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। রাষ্ট্রপক্ষে

খুলল : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

খুলল : নিয়োগের পথ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাতুল করিম। রিটকারীদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রফিক উল হক ও অ্যাডভোকেট আবদুল বাসেত মজুমদার। তাদেরকে সহযোগিতা করেন অ্যাডভোকেট ছিদ্দিকউল্যাহ মিয়া।

জানতে চাইলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাতুল করিম বলেন, আপিল বিভাগ পর্যবেক্ষণসহকারে সরকারের রিভিউ আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। আদালত বলেছেন, 'এই রায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়নের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।' এ ব্যাপারে আমাতুল করিম বলেন, এর অর্থ যে ১০ জন রিট করেছিলেন রায়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। তবে ইতিমধ্যে সরকার প্যানেলভুক্ত যাদের নিয়োগ দিয়েছে, এই রায় তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।

হাইকোর্টের রায়ের ব্যাপারে সরকারের এ আইন কর্মকর্তা বলেন, হাইকোর্ট বিভাগের যেসব রায় আছে, সরকার যাদের বিরুদ্ধে এখনও আপিল করেনি, তাদেরকে মেধা তালিকা অনুযায়ী দুই মাসের মধ্যে নিয়োগ দেয়ার কথা বলা আছে। প্যানেলের বৈধতা থাকাবস্থায় অর্থাৎ ২০১৭ সালে মধ্যেই ভেকেন্সি (শূন্যপদ) থাকা সাপেক্ষে তাদেরকে নিয়োগ দিতে হবে।'

আদেশের পর অ্যাডভোকেট ছিদ্দিকউল্যাহ মিয়া সাংবাদিকদের বলেন, 'সরকারের রিভিউ খারিজের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ আইনি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। এখন এই ১০ জনের নিয়োগে কোনো বাধা নেই। অন্যদিকে হাইকোর্টের বেশ কিছু রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের আপিল করার সময় ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে। তাবুও ওইসব রায় বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ করছে সরকার। আশা করব, সরকার হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী অন্যদেরও নিয়োগে পদক্ষেপ নেবে।'

২০১০ সালের ১১ এপ্রিল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদে নিয়োগে প্যানেল তৈরির জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। উপজেলাভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এরপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার পর ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল ৪২ হাজার ৬১১ জনকে নিয়োগের জন্য একটি প্যানেল তৈরি করা হয়। এরপর সরকার ইউনিয়নভিত্তিক ফল প্রকাশ করে নিয়োগ দিতে শুরু করে। প্যানেল থেকে প্রায় ১৪ হাজারের মতো নিয়োগও দেয়া হয়েছে। এতে উপজেলাভিত্তিক ফলাফলে যারা মেধা তালিকার প্রথম দিকে ছিলেন তারাও বাদ পড়ে যান। এ নিয়ে সে সময় আন্দোলন হয়।

এরপর নওগাঁর ১০ জন হাইকোর্টে প্রথম একটি রিট করেন। রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ২০১৪ সালের ১৮ জুন এই ১০ জনকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের নির্দেশ দেন। পরে রাষ্ট্রপক্ষ ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে। গত বছরের ৭ মে আপিল বিভাগ তা খারিজ করে দেন। এর পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আপিলের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন করে। বৃহস্পতিবার সেটিও খারিজ হয়ে যায়।

এদিকে প্রথম রিটের পর শত শত রিট হয়েছে হাইকোর্টে। গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট একদিনেই ৩৬৭টি রিটের ওপর রায় দিয়েছেন। ওইসব রিটে প্যানেলভুক্ত প্রায় ১০ হাজার চাকরিপ্রত্যাশী রয়েছেন। তাদেরকে দুই মাসের মধ্যে নিয়োগের আদেশ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২০১৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর ৩টি রিটের শুনানি নিয়ে ২৬৮ জনকে নিয়োগের আদেশ দেন হাইকোর্ট। এ রায়ের অনুলিপিও গত বছরের মাঝামাঝিতে প্রকাশ হয়েছে। রায়ে তাদেরকে এক মাসের মধ্যে নিয়োগের আদেশ রয়েছে। কিন্তু সরকার এখনও তাদের নিয়োগে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের নির্দিষ্ট সময় (দুই মাস) পার হয়ে যাওয়ায় এখন এই রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের আপিল দায়েরেরও কোনো সুযোগ নেই।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই বিপুলসংখ্যক চাকরিপ্রত্যাশীর পক্ষে সর্বোচ্চ আদালতের রায় রয়েছে। এ অবস্থায় সরকারের উচিত দ্রুত তাদের নিয়োগে পদক্ষেপ নেয়া।